তারিখ ... 2 JUL 2006
যুগান্তর
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৩

চাকসু নির্বাচন ১৮ বছর ধরে বন্ধ

চবিতে ২২ বছর আগে গঠিত সিনেট এখনও বহাল

চবি প্রতিনিধি

২২ বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত হলেও তা এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে। ইতিমধ্যে ৮৫ সদস্যের মধ্যে নির্বাচিত ৫৮ জনেরই মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এ সময়ে কোন উপাচার্যই নির্বাচন দিয়ে তা কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। জানা যায়, দীর্ঘ ২২ বছর আগে সিনেটের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি এবং সাত বছর আগে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিয়মমতো তিন বছর পরই তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এছাড়া নির্বাচন বন্ধ থাকায় চবি সিনেটের ১৬টি পদ দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে শূন্য। তারা হলেন— প্রোভিসি, স্পিকার কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, একজন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি, তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি ও চাকসু কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত তিনজনের উপাচার্য প্যানেল থেকে চ্যান্সেলরের উপাচার্য মনোনীত করার বিধান রয়েছে। কিন্তু চবিতে সিনেট অকার্যকর থাকায় এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। সর্বশেষ ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর থেকে প্রত্যেক উপাচার্যই রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মনোনীত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৮৬ সালের ২ নভেম্বর সর্বশেষ সিনেটের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তিন বছর পর থেকে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ এসব প্রতিনিধিরাই এ পদে বহাল রয়েছেন। জানা যায়, একজন প্রতিনিধি মারা যাওয়ায় বর্তমানে সেখানেও একটি পদ শূন্য রয়েছে। এদিকে প্রায় সাত বছর ধরে বন্ধ রয়েছে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। ২০০১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছর পর ২০০৪ সালে এদেরও মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে সেখানেও তিনটি শূন্য পদ রয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে চাকসু নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। নির্বাচিত সদস্যদের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। চাকরি, ব্যবসাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকলেও তারা এখনও নিজেদের চাকসু নেতা পরিচয় দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্ষদ হল সিনেট। এখানে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আইন প্রণয়নের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন না হওয়ার কারণে সিনেট অকার্যকর থাকায় নিয়মিত সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. আ ন ম মুনির আহমেদ চৌধুরী সিনেটকে অকার্যকর করে রাখার জন্য প্রশাসনকে অভিযুক্ত করে বলেন, সিনেট অকার্যকর থাকলে প্রশাসনের জবাবদিহিতার প্রশ্ন আসে না। তাই বিগত কয়েকজন উপাচার্য ইচ্ছাকৃতভাবেই নতুন সিনেট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ এ ব্যাপারে যুগান্তরকে বলেন, জবাবদিহিতার ভয়ে প্রশাসন সিনেটকে কার্যকর করতে উৎসাহী নয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলম এ ব্যাপারে যুগান্তরকে বলেন, আপাতত সিনেট নির্বাচন দেয়ার পরিকল্পনা নেই। জরুরি অবস্থা উঠে গেলে বিষয়টি আমরা বিবেচনা করব।